দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

শিক্ষা

শিক্ষার বাণিজ্যায়ন: দেশে ও বিদেশে

■ অজয় দাশগুপ্ত ■

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নানা ধরনের সংকটে ভুগে এমনিতেই জীর্ণ। তার এই কৃশ শরীরে আরেক [illegible]কের আঁটি কোচিং ব্যবসা। রমরমা অবস্থা দেখে অতীতের কথা মনে পড়ল। আমরাও প্রাইভেট পড়েছি। গৃহ শিক্ষক রাখার রেওয়াজটা নতুন কিছু নয়, বাড়িতে বাড়িতে পড়াতে আসতেন বয়স্ক শিক্ষকেরা। এদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল 'গুরু'র মতো। শিক্ষার্থী অর্থাৎ সন্তান তো বটেই অভিভাবকরাও শিক্ষকদের পা ছুঁয়ে সালাম, প্রণাম জানাতেন। আমাদের শৈশবের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকটি যতক্ষণ পড়াতেন তার বেশির ভাগ সময়ই দূরে দাঁড়িয়ে হাত মাথা বুলাতেন না। এই যে আত্মিক হৃদ্যতা ভালোবাসার বন্ধন, গুরু-শিষ্য, শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের সম্পর্ক এর মধ্যে বাণিজ্য ছিল না। তখনো কমার্শিয়াল হয়ে ওঠেনি শিক্ষার জগৎ। বিষয়টা ছিল দেয়া-নেয়ার, তবে যতটা নেয়ার তার চাইতে অনেক বেশি দেয়ার। যিনি বা যারা দিতেন তাদের ভাঁড়ারও ছিল অফুরন্ত। ফলে শ্রদ্ধা আপনিই গড়ে উঠতো।

পাল্টে যাওয়া সময়ে শিক্ষার জগৎটা নিষ্কলুষ থাকেনি, সেখানেও হানা দিয়েছে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা আগেও ছিল। এতটা ব্যাপক আর সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে পারেনি তা। কারণ মানুষের জীবন-যাপন ছিল সরল ও সহজ। তখন আদর্শ বাক্য ছিল: হাই থিংকিং প্লেইন লিভিং। যুগ পাল্টে তা হয়ে উঠল উল্টো। এখন সিম্পল থিংকিং আর হাই লিভিং-এর সময়কাল। ফলে শিক্ষাও পড়েছে বাণিজ্যের দশচক্রে। কারণ এর সারবস্তুর চাইতে ব্যবহারিক মূল্য, নাম্বার অর্জন আর শো আপের জৌলুসই হয়ে উঠেছে বড়। আজ এ ব্যবস্থার জন্য কি সত্যি আমরা দায়ী, নাকি সমাজ না অন্য কিছু।

ইতিহাস বলছে গুরু গৃহে দল বেঁধে পড়াটা আমাদের অতীত ঐতিহ্যের অংশ। কিন্তু তা ছিল টোল বা মাদ্রাসার মতো। আজকে যে বাণিজ্যায়ন, 'ফেল কড়ি মাখো তেল'-এর উদগাতা পাশ্চাত্য বিশ্ব, ইউরোপেই প্রথম এর সূচনা হয়। কিন্তু বিলেত তা গ্রহণ করেনি। কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডের দেশে শিক্ষার অধঃপতন একটা স্তরের পর নিচে নামেনি বা নামানো হয়নি। তখন এই ধান্দা বা ব্যবসাটি চলে গেল অধুনা বিশ্ব মোড়ল বুশ সাহেবের দেশে এবং তারাই এটিকে হনন করে গরীব, অনুন্নত, শিক্ষাহীন হলে জীবিকা নেই এমন সব পাচার করে দেয়। সময়ের স্রোতে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এ ব্যবস্থা। যার মূল কারণ অল্প অর্থে শিক্ষা লাভ। নিদেনপক্ষে পরীক্ষা পাসের সুব্যবস্থা।

জেনে অবাক হবেন না, খোদ সিডনিতেও এর আছর রয়েছে, যদিও তা সীমাবদ্ধ। অভিবাসী তথা ইমিগ্রেন্টরা যে সব এলাকায় বসবাস করেন কেবল সেখানেই তা জাঁকিয়ে বসেছে। আমার বাড়ির হাঁটাপথেই সিডনির সর্বোচ্চসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর কোচিং সেন্টার তথা পড়িয়ে ওঠা স্কুলটি। বিগত চার-পাঁচ বছরে এর বিস্তার ও প্রসার অকল্পনীয়। একটা থেকে তিনটে ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে তা। প্রতি সপ্তাহান্তে বিশেষত শনিবারে যানজট লেগে যাবার মত অবস্থা দাঁড়ায়। যা এ দেশে অভাবনীয় ও দুর্লভ। মজার ব্যাপার, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক শতাংশ ও শ্বেতাঙ্গ বা অস্ট্রেলিয়ান বলতে আমরা যাদের বুঝি তারা নয়। সিংহভাগ শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের। ইদানীং যোগ হচ্ছে আফ্রিকা থেকে আসা অভিবাসী অথবা অন্যদের সন্তানেরা। কোচিং সেন্টারগুলোর মালিকানা ও শিক্ষার দায়িত্ব মূলত কোরিয়ান ও চাইনীজদের হাতে। বিষয়টার অবতারণা করলাম এ কারণে, সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েও শিক্ষার মূল ধারায় অবগাহন করতে পারছি না আমরা বা আমাদের মত জাতিসত্তার মানুষজন। অথচ এখানকার স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা মূলতই অধিকার। এবং শিক্ষকরা সহায়তা দানে উন্মুখ। সিডনিতে এর প্রসারের মূল কারণ ওদেশের মতো ছেলে-মেয়েদের সিলেকটিভ স্কুল নামে পরিচিত দামী স্কুলে ভর্তি করানো। পুরো বিপরীত, অর্থ-বিত্তে, মর্যাদায় পৃথক ও স্বতন্ত্র দুটো দেশে শিক্ষার বাণিজ্যায়নের চেহারাটা কিন্তু এক।

অস্ট্রেলিয়ান তথা শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু এর মধ্যে নেই, আর সমাজ ও রাষ্ট্রের চাবিকাঠিটা তাদেরই হাতে। ফলে মূল ব্যবস্থাটা থেকে যাচ্ছে অনাক্রান্ত ও নিরাপদ, দুর্ভাগা আমাদের শিক্ষাকে গিলে খাচ্ছে কোচিং নামের অপশিক্ষা, যার পরিণতি ভয়াবহ। এ জাতীয় দুরবস্থা থেকে শিক্ষার মুক্তিতে জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড় হওয়া প্রবাসী বাংলাদেশী তরুণ-তরুণীদের সৌভাগ্য এ জাতীয় ঘটনা তাদের জীবনে নেই, ঘটলেও আকস্মিক।

এটা কি আশ্চর্যের নয়? মূলত পুঁজিবাদী সমাজে যে কোন অপব্যবহারের ধরনটা এক। উদ্দেশ্যও অভিন্ন, মানুষ তৈরির পরিবর্তে কাগজে রোবট, শিক্ষার পরিবর্তে পুঁজি গেলানো এবং উগরে দেয়ার প্রবণতা। তবে ঐ যে বলছিলাম অস্ট্রেলিয়ান তথা শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু এর মধ্যে নেই, আর সমাজ ও রাষ্ট্রের চাবিকাঠিটা তাদেরই হাতে। ফলে মূল ব্যবস্থাটা থেকে যাচ্ছে অনাক্রান্ত ও নিরাপদ, দুর্ভাগা আমাদের শিক্ষাকে গিলে খাচ্ছে কোচিং নামের অপশিক্ষা, যার পরিণতি ভয়াবহ। এ জাতীয় দুরবস্থা থেকে শিক্ষার মুক্তিতে জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড় হওয়া প্রবাসী বাংলাদেশী তরুণ-তরুণীদের সৌভাগ্য এ জাতীয় ঘটনা তাদের জীবনে নেই, ঘটলেও আকস্মিক।

সিডনি
dasguptaajoyehotmail.com